নতুন ধারার দৈনিক
আমাদের সময়

নৃ-বচন

ডাকসুর ইতিউতি

প্রকাশ | ০৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯, ০০:০০

ড. জোবাইদা নাসরীন

অবশেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু এবং আবাসিক হলগুলোতে নির্বাচন হতে যাচ্ছে আগামী ১১ মার্চ। সারাদেশে এটি নিয়ে কমবেশি আলোচনা হচ্ছে। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াগুলোও প্রতিদিনই এই ডাকসু নির্বাচনের নতুন নতুন খবর নিয়ে হাজির থাকছে। ডাকসুকে ঘিরে এক ধরনের টানটান পরিবেশ ইতোমধ্যে তৈরি হয়েছে। এর কারণ ডাকসুর দীর্ঘ আটাশ বছরের বন্ধ দুয়ার খুলেছে। তবে কী রকম হবে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার নির্বাচন? এটা নিয়েও প্রতিনিয়তই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমসহ নানা আলোচনায় যোগ হচ্ছে নানা তথ্য, নানা যুক্তি এবং সম্ভাবনার কথা। ডাকসুকে ঘিরে নানা নির্বাচনী আতঙ্ক, সম্ভাব্য সংঘাত এবং পরিণতি কিছুই বাদ থাকছে না ভাবনা থেকে।

বাংলাদেশের রাজনীতিতে ডাকসু নির্বাচন ভিন্ন অর্থ তৈরি করে। কারণ বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে খুব অঙ্গাঙ্গিভাবে আছে এ দেশের ছাত্র রাজনীতির ইতিহাস। সেই বায়ান্ন থেকে একাত্তর। বাংলাদেশে হিরণ¥য় দিনগুলো এসেছিল ছাত্র রাজনীতির ঝাঁঝালো দাপটে। বাংলাদেশের বর্তমান অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদদের বেশিরভাগই তাদের রাজনীতির মেজাজি সময়ের ডাকসুর ভিপি কিংবা জিএস ছিলেন। তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন মানেই আমাদের কাছে ভিন্ন মর্জির সম্ভাবনা।

আসলেই কী শেষমেশ ডাকসু তার গন্তব্যে পৌঁছাবে? খচখচানি আর একটু আমতা-আমতা ভাব কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। মনে ইতিউতি করছে নানা সন্দেহ। কারণ গত ২৮ বছরে ৪ বার ডাকসুর তফসিল ঘোষণা করার পরও নির্বাচন হয়নি, হতে পারেনি। এমনকি ১৯৯৪ সালে ভোটকেন্দ্র ইস্যুতে তফসিল ঘোষণা করার পরও নির্বাচন করতে পারেনি তৎকালীন প্রশাসন। সে সময় ক্ষমতার বাইরে থাকা ছাত্রলীগ ভোটকেন্দ্র হলের বাইরে রাখার দাবি জানায়। কিন্তু তৎকালীন ক্ষমতায় থাকা ছাত্রদল হলে ভোটকেন্দ্র রাখার পক্ষে অবস্থান নেয়। এ বিষয় নিয়ে সুরাহা না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত হয়নি ডাকসু নির্বাচন। ক্ষমতা পাল্টায়। তখন নেতাদের সুরও পাল্টায়। বর্তমানে এ দুটি সংগঠন আগের অবস্থানের বিপরীতে কথা বলছে, অর্থাৎ ছাত্রলীগ ভোটকেন্দ্র হলের ভেতরে রাখার পক্ষে আর ছাত্রদলসহ অন্যরা এর বিপক্ষে। দেখা যাক এই প্রশাসন শেষতক কতটুকু শ্যাম-কুল রাখতে পারে। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাদেশে ডাকসুর অস্তিত্ব রয়েছে। রয়েছে ডাকসুর আলাদা গঠনতন্ত্র। সেই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিবছরই ডাকসু নির্বাচন হওয়ার কথা। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রতিবছর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে বাংলাদেশে ৪৮ বছরের ইতিহাসে মাত্র ৭ বার সেই নির্বাচন হয়েছে।

১৯৯০ সালের গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দেশে গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু এর এক বছরের মাথায় মৃত্যু ঘটেছিল ডাকসুর। অথচ এর উল্টোটিই হওয়ার কথা ছিল। এই আটাশ বছর ধরে নানাভাবে জিইয়ে থাকা ডাকসুর দাবি শেষ পর্যন্ত রিটে গিয়ে ঠেকেছিল। তবে সেই ঢাকসু এবার নির্বাচনের জোর সম্ভাবনা নিয়েই উঠে এসেছে আলোচনায়। শুধু নির্বাচনের তারিখ ঘোষণাই নয়, প্রশাসন থেকে নির্বাচন সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য সম্পন্ন করা হয়েছে বেশকিছু প্রস্তুতিমূলক আনুষ্ঠানিকতা। সম্পন্ন হয়েছে খসড়া ভোটার তালিকা। গঠন

করা হয়েছে ৭ সদস্যবিশিষ্ট ‘আচরণবিধি প্রণয়ন কমিটি।’ ছাত্রলীগ ছাড়া অন্য ছাত্র সংগঠনগুলো বেশকিছু বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের সঙ্গে অমতসহ দোনামোনা ভাব সঙ্গে রেখেই আগাচ্ছে নির্বাচনের দিকে। তাদের বড় একটি অমতের জায়গা হলো আবাসিক হলে ভোটকেন্দ্র থাকার বিষয়টি। ছাত্রলীগ বাদে অন্য সংগঠনগুলো হলের বাইরে ভোটকেন্দ্রের দাবি জানিয়ে আসছে। হল সংসদ গঠনতন্ত্রের ৮ (ই) ধারা অনুযায়ী, প্রত্যেক আবাসিক হলে একটি করে ভোটকেন্দ্র থাকবে এবং সংশ্লিষ্ট হলের সদস্যরা কেবল সেই কেন্দ্রে ভোট দিতে পারবেন। তবে ছাত্রলীগ বাদে অধিকাংশ সংগঠন হলের ভোটকেন্দ্রে সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে ভোট দেওয়া সম্ভব নয় বলে সুপারিশ দেয় এবং এর পরিবর্তে হলের বাইরে ভোটকেন্দ্র করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট তা অনুমোদন দেয়নি। সব সংগঠনের সহাবস্থান, নিরাপত্তা নিশ্চিত ও নির্বাচনী পরিবেশ তৈরির দাবিও রয়েছে। তবে ভোটকেন্দ্র আবাসিক হলগুলোতে রাখার বিষয়ে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের ‘সাম্প্রতিক’ পরামর্শ আবারও তলানিতে ঝোলের মতো টিকে থাকা স্বায়ত্তশাসনের গৌরবকে শুধু যে ম্লান করেছে তা নয় বরং ডাকসু নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব বিস্তারকেই ইঙ্গিত করছে।

সব দিক বিবেচনায় রেখেই এখন সংগঠনগুলোর প্যানেল নির্ধারণের কাজ করতে হচ্ছে। এ ক্ষেত্রে শক্ত জোট হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করতে সমমনা এবং জাতীয় রাজনীতিতে পরীক্ষিত শরিক দলগুলোর সংগঠনকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন তারা। পাশাপাশি ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে ক্যাম্পাসে পরিচিত, মেধাবী ও সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে গ্রহণযোগ্যতা এবং শক্ত যোগাযোগ রয়েছেÑ এমন শিক্ষার্থীদের প্যানেলে রাখার কথা ভাবছে সব সংগঠনই। জাতীয় নির্বাচনী জোটভুক্ততার মতো এখানেও আলোচনা সেভাবেই এগোচ্ছে। ছাত্রলীগ ১৪ দলভুক্ত শরিকদের ছাত্র সংগঠনগুলো নিয়ে জোটবদ্ধভাবে নির্বাচন করতে পারে। এই পর্যন্ত আলোচনা থেকে মনে হচ্ছে, এবারের ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ৪-৫টি প্যানেল হতে পারে। ক্ষমতাসীন দলের ছাত্র সংগঠন ছাত্রলীগ ও ১৪ দলভুক্ত রাজনৈতিক দলগুলোর ছাত্র সংগঠনের জোট ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে প্রার্থী দিতে পারে। তাদের সঙ্গে রয়েছেÑ ছাত্রমৈত্রী, ছাত্র আন্দোলন, জাসদ ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ (বিসিএল) ও ছাত্র সমিতি। সে ক্ষেত্রে জাতীয় রাজনীতির মতো জোট ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের ব্যানারে প্রার্থী দেওয়ার বিষয়ে জোর সম্ভাবনা রয়েছে। ছাত্রদলও জোটবদ্ধ নির্বাচনের কথা ভাবছে, তবে এখনো তাদের নির্বাচনী হুঙ্কার স্পষ্ট নয়। তবে মূল দল বিএনপির সাংগঠনিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এককভাবে নির্বাচন করার সম্ভাবনাও রয়েছে সংগঠনটির।

ক্রিয়াশীল বাম ছাত্র সংগঠনগুলোর মোর্চা প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্রঐক্য মিলে জোট প্যানেল দেওয়ার সম্ভাবনা এখন পর্যন্ত বেশ জোরালো। প্রগতিশীল ছাত্রজোটে রয়েছে ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্রফ্রন্টের দুই গ্রুপ, বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নসহ ছয়টি বামপন্থি ছাত্র সংগঠন। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ছাত্রঐক্যে রয়েছে পাঁচটি ছাত্র সংগঠন। সব মিলে এই এগারো সংগঠন নিয়ে বামপন্থিদের প্যানেলের আলোচনাও সম্ভাবনার টেবিলে।

হালের আলোচিত কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের প্ল্যাটফর্মে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র অধিকার সংরক্ষণ পরিষদও থাকছে বলে ইতোমধ্যে তারা ঘোষণা দিয়েছে। সব দিক বিবেচনায় এবারের ডাকসুর প্রস্তুতি সংগঠনগুলোর দিক থেকে জোরালো। তবে এর পাশাপাশি ডাকসুর গঠনতন্ত্রের সংস্কারসহ নানা বিষয় নিয়ে আন্দোলনও জারি রেখেছে ছাত্রলীগ বাদে অন্য সংগঠন।

তবে নির্বাচন নিয়ে তোড়জোড় যতই হোক না কেন, গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে শিক্ষার্থীরা মানে ডাকসু নির্বাচনের ভোটাররা নিরাপদে, স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান করতে পারবে কিনা? এই স্বাধীনভাবে ভোট প্রদান নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কী কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে? হলগুলোতে সব সংগঠনের নিরাপদ সম্প্রচারণার সুযোগের ক্ষেত্রে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা সামনে আনা এই মুহূর্তে খুবই জরুরি। কেননা এতে ভোটারদের আত্মবিশ্বাস তৈরি হবে।

ডাকসু নিয়ে যত জল্পনা-কল্পনা তার বেশিরভাগই ছাত্র সংগঠনগুলো এবং আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষকে নিয়ে। কিন্তু খুব কম আলোচনাই হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে, যারা আসলেই নির্ধারণ করবে ডাকসুর গতি-প্রকৃতি। দীর্ঘ আটাশ বছর পর হতে যাওয়া ডাকসুর কাছে শিক্ষার্থীদের চাওয়া-পাওয়া কী সেই বিষয়ে আলোচনা খুব বেশি নেই।

বিদেশে প্রায় বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়েই আছে নির্বাচিত ছাত্র সংসদ। তাদের কাজ নানাবিধ। নতুন শিক্ষার্থীদের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে ধারণা দেওয়া, সামাজিক জীবনগুলোর অলিগলি চেনানো সবই ছাত্র সংসদের কাজ। এ ছাড়া ক্যারিয়ার বিষয়ে নানা ধরনের প্রশিক্ষণ, খ-কালীন চাকরি কিংবা বিভিন্ন ধরনের সহযোগিতাও ছাত্র সংসদ করে থাকে। তবে সংগঠনগুলো এখনো তাদের নির্বাচনের ইশতেহার দেয়নি, তাই কোন সংগঠন শিক্ষার্থীদের সবচেয়ে বেশি সঙ্গে থাকার বিষয়ে বেশি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেটা মাপার সময় আসেনি। তবে ডাকসু নেতৃত্ব শিক্ষার্থীদের দাবি-দাওয়াকে নিয়েই লড়বে এবং সেটি শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিতে প্রশাসনকে সহায়তা করবে, এতটুকু সহজ চাওয়া হয়তো সব শিক্ষার্থীর। ডাকসু নির্বাচন সত্যি স্বপ্ন দেখাচ্ছে, তবে অবাধ, নিরাপদ এবং ভয়হীন নির্বাচনের স্বপ্ন দেখতে ভয় লাগছে কেন?

য় ড. জোবাইদা নাসরীন : শিক্ষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়